দৈনিক বাংলা

০২৯

তারিখ ...৩.১০.৮৫...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম... ... ...

ছাত্রীদের জন্য হল-হোস্টেল

স্কুল কলেজে সীমিত আসন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যেসব সমস্যা দেশে উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের পথ বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে তার অন্যতম হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা। আসনের সীমাবদ্ধতার ফলে ভর্তি মওসুমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি সমস্যাটা যে কত তীব্র হয়ে দেখা দেয় তার খবর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিত্যই আমরা দেখতে পাই। এর ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীকে যেকোন প্রতিষ্ঠানে যেকোন বিষয় পড়ার জন্যে ভর্তি হতে হচ্ছে—পছন্দ-অপছন্দের বালাই সেখানে নেই। আবার অনেককে আদৌ ভর্তি হতে না পেরে এক রাশ হতাশা নিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার থেকে ফিরতে হয়।

এতটা ব্যাপক না হলেও ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যাও আজ কম তীব্র নয়। এখানেও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল হোস্টেলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের আসন লাভের সমস্যা আজ তীব্র হয়েই দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা তবু এখানে সেখানে মেস করে ডাবলিং করে অথবা দূরবর্তী আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কোনরকমে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছাত্রীদের বেলায় তা সম্ভব নয়। তাই আমাদের মহিলাদের জন্য শিক্ষার পথ অবারিত রাখতে চাইলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, গত কয়েক বছরে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বেশ কয়েকটি আবাসিক হল নির্মাণ এবং আরো দুটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলেও সেই কবেকার রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের পরে এ পর্যন্ত নতুন কোন হল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের জন্য নির্মাণ করা হয়নি। অথচ পূর্বের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে আজ কয়েক গুণ। গত কালের দৈনিক বাংলায় জনৈক পত্র লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যার এই বৃদ্ধির একটা তুলনামূলক হিসাব পেশ করে ছাত্রীদের জন্য আরো দুটি হল নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এবং হলগুলি কার্জন হলের ধারে কাছে হওয়া উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আজ যে তীব্র আবাসিক সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে অবিলম্বে আরো আধুনিক হল নির্মাণ অপরিহার্য। আর তা বিজ্ঞান ভবনের আশপাশে হলে বিজ্ঞানের ছাত্রীরা উপকৃত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন এটাই আমরা আশা করি।